Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 135-147
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0713

স্পেনীয় আরবী কাব্যে রাসূলস্তুতি
[Eulogy of Prophet Muhammad (SM) in Spanish Arabic Poetry]

মো. গোলাম মাওলা*

Abstract

The eulogy of Prophet Muhammad (peace be upon him) in Andalusian Arabic poetry represents a rich literary tradition that flourished in medieval Muslim Spain, known as Al-Andalus. This abstract delves into the nuanced expressions of reverence and admiration for the Prophet within the vibrant tapestry of Andalusian Arabic poetry. Andalusian poets, deeply steeped in Islamic spirituality and poetic sophistication, crafted verses that exalted the character, virtues, and teachings of Prophet Muhammad. Through intricate linguistic devices, vivid imagery, and profound symbolism, they portrayed the Prophet as the embodiment of divine guidance, mercy, and wisdom, drawing inspiration from the Quranic revelations and Hadith literature. Andalusian poets employed various poetic forms such as zajals, muwashshahat, and kharjas to express their devotion to the Prophet, each characterized by its unique rhythmic patterns and literary conventions. These poems not only celebrated the spiritual significance of Prophet Muhammad but also served as moral beacons, advocating for justice, compassion, and ethical conduct in society. The article will highlight on the Arabic poetry in Spain and origin and development of Eulogy in this era.

Keywords: Arabic poetry, Eulogy of the Prophet (AM), Al-Andalus, Andalusian Arabic poetry, Hadith literature.

ভূমিকা

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে আন্দালুসিয়া একটি সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে। আট শতক জুড়ে আরবগণ স্পেন শাসন করেন। এ সময় আরব থেকে হিজরত করে অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিক স্পেন গমন করেন। এসকল কবিগণ ও উত্তরোত্তর তাদের বংশধর কবি-সাহিত্যিকগণ আরবী সাহিত্যে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন। স্পেনকে আরব শাসনামলে আন্দালুস বলা হতো। আন্দালুসিয়ান সাহিত্য আরব ও ইসলামী ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এসকল কবিদের মাঝে রাসূলস্তুতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। যার কারণে নবী (সা)-এর প্রশংসা আন্দালুসীয় কবিতায় একটি উজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে। কবিগণ রাসূল (সা)-এর বিশ্ব বার্তার প্রশংসা করতো, তাঁর অলৌকিকতা, নৈতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করতো এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা প্রকাশ করতো। কাব্যে কাব্যে তাঁর রওয়া জিয়ারতের আকুলতা প্রকাশ করতো। পরকালীন জীবনে তাঁর সুপারিশ পাওয়ার আশায় কবিতার ভাষায় নবীর কাছে আবেদন পেশ করতো।

স্পেনীয় আরবি কাব্যের উত্থান ও বিকাশ

আরবদের স্পেন গমনের পর আন্দালুসিয়া বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং শৈল্পিক অগ্রগতি অর্জন করা শুরু করে। রাজধানী কর্ডোবা আরব ও ইসলামী সভ্যতার আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। কায়রো, বাগদাদ এবং দামেস্কের মতো কর্ডোবাও হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থস্থান। মূলত আরবরা যেখানেই যেতেন, স্বদেশের

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ;
ই-মেইল: gmowlalink@gmail. com

কৃষ্টিকালচার ও গল্পগাঁথা প্রকাশ করতেন। বিজয়ের পর প্রথম বছরগুলো ছিলো অশান্তির বছর। তখন বিভিন্ন আরব উপজাতিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাধ ও প্রতিযোগিতা লেগে ছিলো। তবে, বসতি স্থাপনের পর তারা আপন সংস্কৃতিতে ফিরে আসে। কবিতা ছিলো তাঁদের প্রধান চর্চার বিষয়। এখানেও তারা কবিতা চর্চায় মনোনিবেশ করে এবং পারঙ্গমতা প্রকাশে সমর্থ্য হয়। তাঁরা কবিতাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। কবিতা তাদের আত্মার গভীরে প্রোথিত এবং তাদের প্রকৃতির অংশ। আরবদের কবিতাচর্চা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, "আরবরা ততোদিন কবিতা ত্যাগ করবেনা যতদিন না উট তার বাচ্চা ত্যাগ করে।"[১] ড. শাওকি দ্বায়ফ বলেন, আন্দালুসিয়া বিজয়কালে (বিলাদাত কাল (৯২-১৩৮ হিজরি)) কবিতাচর্চা সীমাবদ্ধ থাকা স্বাভাবিক। অতঃপর আল-হাকাম আর রিবধির যুগ (১৮০-২০৬ হিজরি) পর্যন্ত সেখানে উমাইয়া রাজবংশ স্পেন শাসন করে। আন্দালুসিয়া জয়কারী আরবদের অধিকাংশই ইয়েমেনি ছিলেন এবং কবিতা শুধুমাত্র আদনানিরদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেসব কবিতা তখনও রাভী তথা বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়নি।[২] দ্বিতীয় শতাব্দী বা তৃতীয় শতাব্দীর কবিদের সম্পর্কে বিস্তৃত কিছুই জানা না গেলেও সে যুগের লেখক উসমান বিন রাবিয়াহ এসকল কবিদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। তিনি 'তাবাকাতুস শু'আরা বিল আন্দালুস' গ্রন্থে কবিদের ভীড়ে আন্দালুসিয়ান কবিদেরকে আলাদা করতে সক্ষম হন।[৩]

স্তুতিকাব্যের পরিচয়

স্তুতি আরবী মাদীহ্ শব্দের প্রতিশব্দ, যার অর্থ প্রশংসা, স্তুতি। এটি ব্যঙ্গের বিপরীত। বহুবচনে মিদাহ, আমাদীহ। যেমন কবি আবূ যুআইব বলেন:[4]

أحيا أبوتكَ الشُّمَ الأماديحُ-لو أَنَّ مِدحَة حيٍّ أنشَرت أَحَداً

অর্থাৎ 'যদি প্রশংসা কোনো গোত্রকে বাঁচিয়ে রাখতো তাহলে তোমার শ্রেষ্ঠ পিতা প্রশংসায় বেঁচে থাকতো।'

ড. যাকি মুবারক মাদীহ প্রসঙ্গে বলেন:[5]

بأنها فنمن فنون الشعر التي اذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع، التي تصدر عن قلوب مفعمة بالصدق و الخالص.

অর্থাৎ "এটি কবিতার অন্যতম শিল্পকলা যা সুফিবাদ দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। কারণ এটি ধর্মীয় আবেগের প্রকাশের একটি রূপ এবং সর্বোচ্চস্তরের শিষ্টাচারের প্রকাশ যা সততা ও আন্তরিকতা ভরা হৃদয় থেকে উৎসারিত।"

প্রশংসা দুই প্রকারে বিভক্ত। যথা-

ক. উপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রশংসা : অর্থাৎ, যার প্রশংসা করা হচ্ছে তার কাছ থেকে অর্থ, প্রতিপত্তি বা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কবি অন্যের প্রশংসা করেন।

খ. আন্তরিক প্রশংসা : কবি যখন ঈর্ষা প্রকাশ করেন তখন আন্তরিক আবেগ দেখান এবং এই আবেগ হৃদয় থেকে আসে, কবি প্রকাশ করেন যে, তিনি প্রশংসিত ব্যক্তির নৈতিকতার দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছেন। একটি উদাহরণ এর মধ্যে কা'ব বিন যুহাইর মুহাজির সাহাবীগণের প্রশংসা করে বলেন:[6]

يمشون مشي الجمال الزهو يعصمهم -ضرب إذا عرد السود التنابيل.

শত্রুরা আঘাত করলে সুন্দর সুন্দর উটগুলো যেমন করে হাঁটে এবং আঘাতে আঘাতে তারা রক্ষা পায়।

সাধারণভাবে প্রশংসা দুশ্রেণিতে বিভক্ত। রাজা-বাদশাহদের প্রশংসা ও ধর্মীয় প্রশংসা। আরবি সাহিত্যে ধর্মীয় প্রশংসা তিন প্রকার। যথা-

১। আল্লাহর গৌরবের প্রশংসাঃ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সময় থেকেই আরবগণ আল্লাহ সম্পর্কে অবগত। তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে অনেকে কবিতা লিখেছেন। ধর্মীয় কবিতা তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে রচিত হতোঃ কুমারী বন্দনা, খামরিয়াত এবং প্রতীক। এ প্রকারের কবিতা অর্থ ও শব্দে গজল ও খামরিয়াত আকারে রচিত হলেও এর নির্যাস নেশার রাজ্যের মতো, যা প্রেমিকদের হৃদয়ে উপচে পড়ে। বস্তুতঃ মদের নেশা দূর হয় কিন্তু প্রেমের নেশা সহজাত এবং প্রয়োজনীয়।[৭] সুফিগণ এ শ্রেণির কবিতা বেশী আবৃত্তি করে থাকেন। প্রসিদ্ধ সুফি কবিরা হলেন, আস-সাহার ওয়ার্দী (মৃ. ৫৮৭ হিজরি), ইব্ন আল-ফারিদ (মৃ. ৬৩২ হি.)। ইব্ন আরাবি (মৃ. ৬৩৮ হিজরি), আবুল আব্বাস আল-মুরসি (মৃ. ৬৮৬ হিজরি), আল-আফিফ আত-তিলমিসানি (মৃ. ৬৯০হিজরি), ইব্ন আতা আস-সেকান্দারি (মৃ. ৭০৯ হিজরি) এবং অন্যান্য। তাঁদের ধর্মীয় কবিতা সৃষ্টিকর্তা প্রেমের উপর ভিত্তি করে রচিত। কবিতায় আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ভালোবাসা, প্রশংসা, বিস্ময় এবং মিনতিসহ নানাবিদ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। [৮]

২। রাজনৈতিক ধর্মীয় প্রশংসা : নবীর পরিবার, খিলাফতের বিষয়, মুজাহিদদের প্রশংসা, বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো শিয়া কবিদের আবেগকে প্রভাবিত করেছিল। তারা হুসাইন বিন আলী (রা)-এর শাহাদাত এবং বিপর্যয়ে বেদনাহত হয়ে কবিতা রচনা করেন। তাঁদের কবিতা ছিলো হুসাইন (রা)-এর জন্য মর্সিয়া তথা শোকগাঁথামূলক। তারা তাদের তীব্র ভালোবাসা প্রকাশ করে অশ্রু দিয়ে তাকে স্মরণ করেন। রাজনৈতিক ধর্মীয় স্তুতিগায়ক কবিদের মাঝে অন্যতম হলেন, আল-ফারাযদাক (৬৪১-৭২৮), আল-কুমাইত বিন যায়েদ (৬০-১২৬ হি., দা'বাল আল-খুযায়ী (৭১৫-৮৩৫) এবং শরীফ রাজী (৯৬৯-১০১৫)।

৩। রাসূল স্তুতি : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের জীবন ছিল উপজাতিদের মধ্যকার লড়াইয়ের রঙ্গমঞ্চ। হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি আরবদের ঐক্য এবং তাদের জীবনকে বিঘ্নিত বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচাতে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে পার্শ্ববর্তী রাজসমূহে কাঁপন সৃষ্টি হয়। শাসকেরা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে অবস্থান নেয়। কবিগণ তাদের কাব্য অস্ত্র আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন।[৯] যেমন, কা'ব বলেছিলেন :[১০]

مهند من سيوف الله مسلول-إن الرسول لنور يستضاء به

অর্থাৎ 'রাসূল হলেন আলো যা তাঁর দ্বারা আলোকিত হয়। তিনি আল্লাহর কোষমুক্ত হিন্দী তরবারি।'

স্তুতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রাক-ইসলামী কবিতার রঙ্গমঞ্চে স্তুতিকাব্যের সরবউপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে প্রতিভাত হয় যে, কবিগণ বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তির গুণগানে মত্ত হতেন। তাঁরা ভালোবাসা ও মমতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি অধিক জোর দিতেন।[১১] রাজা-বাদশাহদের আকৃষ্ট করতে গৌরবগাঁথা কবিতা রচনা করা হতো। বিনিময়ে কবিরা পেতেন উপঢৌকন। আবার পদপদবী পাওয়ার আশায়ও কবিতা লেখা হতো। শাসকের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যও কবিরা আলঙ্কারিক ভাষায় কবিতার ফুলঝুড়ি ছড়াতেন। কখনো কখনো প্রিয়জনের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করা হয়। বিপরীতে শাসকগণও কবিদের না রাগিয়ে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। জাহেলি যুগের কবিতা বর্তমান যুগের মিডিয়ার মতো ভূমিকা রাখতো। শাসকেরা সর্বকালে মিডিয়াকে পক্ষে রাখার উদ্দেশ্যে উৎকোচ, উপঢৌকন দিয়ে থাকেন। এমনকি মিডিয়ার

লোকদের তুষ্ট রাখতে তাদের শ্রেণি বা গোষ্ঠীর পছন্দনীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের পদপদবি দ্বারাও পুরষ্কৃত করেন।[১২] কবি ত্বরফা বিন আব্দ কাতাদাহ ইব্‌ন সালমা আল-জুনাইফীর প্রশংসায় বলেন:[১৩]

أبلغ قتادة، غير سائله منه الثواب وعاجل الشكم

إني حمدتُك للعشيرة إذ جاءت إليك مُرقة العظم

'কাতাদাকে জানিয়ে দাও যে, আমি তাঁর নিকট কোনো পুরষ্কার ও নগদ অর্থ চাইনা। আমি তোমার প্রশংসা করেছি এজন্য যে, যখন আমার গোত্র দূর্বল বদনে তোমার দরবারে এসেছিলো, তুমি তাদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে।'

ইসলামী যুগে স্তুতিকাব্যে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ থেকে স্তুতিকাব্যে নতুন চরিত্র, বিষয়, গুণাবলী ও তাৎপর্য যুক্ত হয়েছে। যদিও এই সকল গুণাবলী এবং তাৎপর্য প্রাক-ইসলামী যুগের কবিদের নিকটও সুপরিচিত ছিলো। তবে, ইসলামী যুগে ইলাহী শিক্ষা ও মহৎ মূল্যবোধের চর্চার কারণে এ দুই যুগের স্তুতিতে ব্যবধান তৈরি হয়। জাহেলী যুগে বস্তুগত দিককে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দেয়া হতো। ইসলামে বস্তুর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, ফলে সম্পদের বড়াই করার কোনো অবকাশ থাকে না।[১৪] প্রশংসিত ব্যক্তিদের শ্রেণিবিবেচনায় স্তুতির ক্ষেত্রে কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন হয় না। যার ফলে তাঁদের প্রশংসায় সর্বক্ষেত্রে সমমান রক্ষা পায়না। ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রাধান্য পেয়ে থাকলেও জাহেলী যুগের বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গ ও গর্বের মতো বিষয়ও স্তুতিকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইসলামী দাওয়াতের সূচনায় কবিগণ এদুটি বিষয় তাদের স্তুতিকাব্যে প্রবিষ্ট করেন। কিছু কবি রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় তাদের কবিতাগুলো নিয়োজিত করেছে। তাঁরা কবিতায় রাসূলের মূল্যবোধ ও শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহ তুলে ধরে প্রশংসা করেন। পাশাপাশি জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীগণেরও তাঁরা প্রশংসা করেন। বিশেষতঃ আনসার সাহাবীগণের অবদানের কথা এসকল কবিগণ অকপটে কবিতায় প্রকাশ করেন। [১৫] হযরত কা'ব (রা) রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় বলেন:[১৬]

من سرّه كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار

ورثوا السيادة كابراً عن كابرٍ إن الخيار هم بنو الأخيار

'যে সম্মানজনক জীবনে তুষ্ট থাকতে চায় সে যে নেককার আনসার সাহাবীদের জামাতে শামিল থাকে। তাঁদের মাঝে বড়রা নেতৃত্ব দান করে এসেছে, নিশ্চয় তারা শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।'

উমাইয়া যুগে বিভিন্ন ইসলামী দলউপদল সৃষ্টি হয়। এসকল দল রাজনৈতিক বিবাদে সদা লিপ্ত থাকতো। কবিগণ এসকল দলের সমর্থনে কবিতা রচনা করতেন। দলের রাজনৈতিকমতাদর্শ এবং উপদলীয় যুদ্ধ-সংঘাতের কথা কবিতায় প্রকাশ করতেন।[১৭] এ যুগে কবিদের অনেকে বিশেষ কোনো দলের পক্ষ হয়ে কবিতা আবৃত্তি করাকে পেশা হিসেবেও গ্রহণ করেন।

আরবী কাব্যে রাসূলস্তুতি

আরবি কবিতায় নবী (সা)-এর প্রশংসা বিশেষ স্থান দখন করে আছে। রাসূলস্তুতির মর্মার্থ হলো, মহানবী (সা)-এর প্রশংসা। সৃষ্টির সেরা এ মহামানবের সততা, প্রেম, আনুগত্য, ত্যাগ ও মহানুভবতা তুলেধরা। তাঁর প্রেমে যে রহস্যময় অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং ব্যক্তির মাঝে যে আধ্যাত্মিক প্রেমের জন্ম হয় তা প্রকাশ করা। রাসূল (সা)-এর সুন্দর ও মহৎ গুণাবলি এবং যারা তাঁর এসব গুণাবলীরঅধিকারী, তাদের নৈতিকতা, গুণাবলির প্রতি কবির যে ভালোবাসা ও তীব্র উপলব্ধি রয়েছে, তা কবিতার ছত্রে ছত্রে ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করা।

রিসালাত প্রাপ্তির পূর্বে নবীস্তুতি

প্রকৃতপক্ষে নবীর প্রশংসার সূচনা ঘটে আল্লাহর রাসূলের পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের[১৮] মাধ্যমে। যিনি তাঁর জন্মের মুহূর্তকে দিগন্ত বিস্তৃত আলোকরশ্মির সাথে তুলনা করে গেয়ে ওঠেন:[19]

الأرضُ وضاءت بنوركَ الأفقُ-وأنت لمّا وُلِدتَ أَشرَقت

النّورٍ وسبلٍ الرّشادٍ نختَرقُ-فنحن في ذلك الضّياءٍ وفي

অর্থাৎ 'আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল এবং আপনার আলোয় দিগন্ত আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা সে ঔজ্জ্বল্যে আছি, আলো এবং সঠিক পথে প্রবেশ করি।'

চাচা আবূ তালিব[২০] ভাতিজা মুহাম্মাদকে খুবই ভালোবাসতেন। সিরিয়াগামী কাফেলায় তাকে শামিল করে নেন। পথিমধ্যে খ্রিস্টান পাদ্রী বুহায়রা নয় বা বারো বছরের ভাতিজার সাথে সাক্ষাৎ করে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, তিনি শেষ যামানার নবী হবেন। চাচা ভেজায় খুশি হন। ভাতিজাকে স্বীয় সন্তানের মর্যাদা দান করে বলে ওঠেন:[২১]

عندي بمثل منازل الأولاد-إن ابن آمنة النّبي محمّدا

'আমেনার পুত্র আমার কাছে অন্যান্য সন্তানদের মতোই।'

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলস্তুতি

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাত লাভের পর কবিরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল রাসূল (সা)-এর প্রতি ইমান গ্রহণ করেনি। তারা বাপ-দাদার ধর্মকে রক্ষা করেন ও মেনে চলেন। ইসলামের প্রতি ছিলো তাদের চরম বিদ্বেষ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের ব্যঙ্গ করে এবং তাদের খ্যাতি, সম্মান ও বিশ্বাসের অবমাননা করে কবিতা রচনা করতেন। এসকল মুশরিক কবিদের নেতৃত্বে ছিলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আল-জাবা'রী ও আবু সুফিয়ান ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। অপর দল ইমানের মধুর স্বাদ গ্রহণ করেছিল। তাঁরা ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতি-আদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং কাফির ও মুশরিকদের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার জবাব দিতেন। প্রশংসা করে রাসূল (সা)-এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতেন। রাসূলের স্তুতিগায়ক কবিদের মাঝে অন্যতম ছিলেন তিন জন। ১. হাসসান বিন সাবিত (রা), যিনি শা'ইরুর রাসূল বা রাসূলের কবি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ২. আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) ও ৩. কাব বিন মালিক (রা)।[২২] হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রা) রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় বলেন বলেন:[২৩]

وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النّسَاءُ-وأَحسنُ منكَ لم ترَقطُّ عيني

كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُγخلقتَ مبراً منْ كلّ عيبٍ

'আপনার চেয়ে উত্তম কাউকে আমার চোখ অবলোকন করেনি; আপনার মতো মহান পুরুষ কোনো নারী কখনো প্রসব করেনি।আপনি সকল প্রকার দোষত্রুটিমুক্তভাবে সৃষ্টি হয়েছেন; যেন আপনাকে আপনার পছন্দানুযায়ী সৃষ্টি করা হয়েছে।'

হযরত কা'ব (রা) রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় বলেন:[২৪]

مهند من سيوف الله مسلول-إنّ الرسول لنور يستضاء به

অর্থাৎ, নিশ্চয় রাসূল (সা) এক জ্যোতি, যার কাছ থেকে আলো পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে খাপমুক্ত এক তীক্ষ্ণ তরবারী।

উমাইয়া যুগে রাসূলস্তুতি

খোলাফায়ে রাশেদার যুগের অবসানের সাথে সাথে আরবদের মাঝে প্রাক-ইসলামী যুগের মতো বৈরিতা ফিরে আসে। গোত্রে গোত্রে অস্ত্র ও কথার লড়াই চলতে থাকে। প্রতিটি দলের নির্দিষ্ট কবি ছিলো, যে তার দলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলতো, নেতাদের প্রশংসা করতো এবং দলীয়-নীতি প্রচার করে বেড়াতো। সমাজে বিরাজিত অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব ব্যবহার করে কবিগণ জাহেলী যুগের মতো কবিতাকে অর্থ উপার্জনের উপায়ে রূপান্তরিত করে। বিশেষ করে উমাইয়া খলিফাগণ এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করেন। প্রতিবেশী দেশ থেকে কবিরা উমাইয়া রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেন এবং শাসকদের প্রশংসায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। শাসকদের উপহারউপঢৌকনে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসার দুয়ার খুলে দিতেন। আর শাসকরা প্রশংসা কুঁড়াতে উদারহস্তে অর্থ বিলাতেন। তারা তাদের চারপাশে এমন সকল কবিদের জড়ো করেছিলেন, যারা সিফফিন যুদ্ধ পরবর্তীকালে তাদের নীতি রক্ষা করতো এবং একমাত্র তাদের খেলাফতের অধিকারের কথা প্রচার করতে কবিদের নিয়োজিত করতেন।[২৫] এ যুগের স্তুতিতে আহলে বায়তের প্রসংগ প্রাধান্য পেতো। যেমন কবি শরীফ রাদী বলেন:[২৬]

شغل الدموع عن الديار بكاؤها -لبكاء فاطمة على أولادها

'হযরত ফাতিমা (রা)-এর কান্না দেখে ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেছে।'

কবি ফারাযদাক বলেন:[২৭]

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته - والبيت يعرفه والحل والحرم
هذا ابن خير عباد الله كلهم - هذا التقي النقي الطاهر العلم
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله - بجده أنبياء الله قد ختموا

অর্থাৎ 'ইনি সে ব্যক্তি যাকে উপাত্তকর সকলে চিনে, বায়তুল্লাহ, হিল্ল ও হারাম তাকে চিনে। ইনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দাহদের সন্তান, তিনি মুত্তাকী, বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের অধিকারী। ইনি হযরত ফাতিমার পুত্র, তুমি যদি তার সম্পর্কে অজ্ঞ থাক, তবে জেনে রেখো যে, তার নানার মাধ্যমে আল্লাহর নবীগণের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে।'

আব্বাসীয় যুগে রাসূলস্তুতি : আব্বাসীয় যুগের সূচনালগ্নে স্তুতি আরবি কবিতার একটি চমৎকার বিষয়ে পরিণত হয়। একদিকে স্তুতির বিস্তৃতি ঘটে, অপরদিকে অন্যান্য বিষয়গুলোর পরিসর ছোট হয়ে আসে। এ আমলের শেষের দিকে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে প্রশংসাকারী কবিদের জীবিকার উৎস বেড়ে যায়। রাজা বা আমীরদের প্রত্যেকের একএকজন কবি ছিলেন, যিনি তার স্তুতি গেয়ে বেড়াতেন। রাজা ও কবিদের মাঝে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, কবির নামের সাথে রাজার নামও শোভা পায়। যেমন: আল-মুতানাব্বি ও সাইফ আদ-দাওলা, আবু তাম্মাম ও আল-মুতাসিম, আল-বুহতুরি ও আল-মুতাওয়াক্কিল। এ যুগে রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় সবচেয়ে বেশী কবিতা রচনা করেন শরফুদ্দীন বূসিরী (র)। তাঁর একটি স্তুতি কবিতা হলো:[২৮]

أن اشتكت قدماه الضر من ورم-ظلمت سنة من أحيي الظلام إلى
تحت الحجارة كشحا مترف الأدم-وشد من سغب أحشاءه وطوى
عن نفسه فأراها أيما شمم-وراودته الجبال الشم من ذهب

'আমি সে ব্যক্তির সুন্নাতের প্রতি জুলুম করেছি যিনি অন্ধকারে জাগরিত থাকতে থাকতে তার পদদ্বয় ব্যথায় ফুলে যেত। তিনি পাথর পেটে বেঁধে রাখতেন এবং কোমল চামড়ার কোমরকে পাথরে ভাঁজ করে রাখতেন। সোনার সুরম্য পাহাড়গুলো তাকে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি কতইনা সুউচ্চ!'

আধুনিক যুগে রাসূলস্তুতি : আধুনিক যুগে আরব কবিগণ রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় মনোনিবেশ করেন। ঊনবিংশ শতকে ইরাকী কবিগণ রাসূলস্তুতির প্রতি বেশী মনোযোগ দেন। এ ক্ষেত্রে সুন্নী ও শিয়া উভয় শ্রেণির কবিগণ অবদান রাখেন। তবে শিয়া কবিগণ আহলে বাইতের প্রশংসার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেন। শিয়া কবি আব্দুল বাকী আল উমরী 'আল-বাকিয়াত আস-সালিহাত' নামক স্তুতি সংকলন প্রকাশ করে রীতিমতো সাড়া ফেলে দেন। তিনি আহলে বাইতের হত্যাকাণ্ড ও তাদের জীবনে সংঘটিত বিপর্যয়ের ঘটনাবলি তুলে ধরেন। মনে হয় যে, কবিরা বিশেষ করে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত এবং আহলে বাইতের বিপর্যয়ের কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইরাকের খারাপ পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছিলো।[২৯] আধুনিক যুগে মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য আরব দেশের কবিরাও রাসূলস্তুতি অব্যাহত রাখেন। মিসরীয় কবিদের মধ্যে মাহমুদ সামি আল-বারূদী (১৮৪০-১৯০৫ খ্রি.) ও আহমাদ শাওকি (১৮৬৮-১৯৩২) অন্যতম স্তুতিগায়ক কবি। আহমদ শাওকীর প্রসিদ্ধ স্তুতি কবিতার কতিপয় চরন হলো:[৩০]

وُلِدَ الهُدى فَالكائِناتُ ضِياءُ-وَفَمُ الزَمانِ تَبَسُّمٌ وَثَناءُ

الروحُ وَالمَلَأُ المَلائِكُ حَولَهُ-لِلدينِ وَالدُنيا بِهِ بُشَراءُ

يا خَيرَ مَن جاءَ الوُجودَ تَحِيَّةً -مِن مُرسَلينَ إِلى الهُدى بِكَ جاؤوا

'হেদায়েতের জন্ম হয়েছে, তাই জীব আলো- আর যুগের মুখে হাসি আর প্রশংসা। তার চারপাশে অবস্থানকারী জিব্রাইল (আ) ও অন্যান্য ফেরেস্তাবর্গ শুভসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি ধর্ম ও বিশ্বের জন্য আবির্ভূত। ওহে যিনি জগতের জন্য অভিবাধন স্বরূপ আগমন করেন। রাসূলগণ আপনার অসিলায় এজগতে আগমন করেন।'

স্পেনিশ আরবীকাব্যে রাসূলস্তুতি

আন্দালুসিয়ায় প্রাথমিক যুগে (ওয়ালী/গভর্ণর যুগ) প্রাচ্যের কবিতার স্বাভাবিক সম্প্রসারণ হয়েছিলো মাত্র। স্পেন বিজয়কালে এবং তৎপরবর্তীতে যারা এখানে হিজরত করে এসেছেন তারা সকলে প্রাচ্যের লোক ছিলেন। নামেমাত্র তাদেরকে আন্দালুসিয়ান বলা হতো।[৩১] ইমারাতের যুগে (১৩৮-৩১৬ হিজরি) আরব বিশ্বে সংস্কারবাদী ও কট্টরপন্থীদের মাঝে যে বিরোধ তৈরি হয় আন্দালুসিয়ান সাহিত্যিকদের মাঝে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এখানকার কবি-সাহিত্যিকরা স্তুতিকাব্যে সংস্কারপন্থীদের পথ পরিহার করেন। বরং স্তুতিকাব্যের জন্য উপযোগী হওয়ায় প্রাচীনধারা সমর্থন করেন এবং কাব্য সৃষ্টিতে ঐতিহ্যগতধারার অনুসরণ করেন। এধারার কবিতা চর্চার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত : তারা স্তুতি কবিতা রচনা পছন্দ করেন এবং এটি তাদের আকৃষ্ট করে। দ্বিতীয়ত : তারা তাদের যোগ্যতা ও সক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য প্রাচীন কবিতার অনুসরণে স্তুতি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে আমীরদের স্তর পেরিয়ে স্তুতি কবিতা গোত্রপতিদের দরজায় কড়া নাড়ে। কবিরা স্তুতি করার ব্যাপক ক্ষেত্র লাভ করায় স্তুতিকাব্য এসময়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।[৩২]

খিলাফতের যুগে (৩১৬-৪২২ হিজরি) স্পেনে মুসলমানগণ রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। বিশেষ করে খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসের (মৃ. ৩৫০ হিজরী)-এর যুগে মুসলিম রাজনীতি বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করে। এই রাজনৈতিক সমৃদ্ধি একটি বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে বিশাল প্রভাব ফেলে। খলিফা ও রাজকুমারদের সম্মানের মাধ্যমে কবি ও কবিতার কদর বেড়ে যায়। এই যুগে আবু নুওয়াসের নেতৃত্বে আধুনিকতাবাদী সংস্কারপন্থীধারার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রাচ্যে আবির্ভূত নতুন রক্ষণশীল ধারার আবির্ভাব ঘটে।[৩৩] এই ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, আরবি কবিতাকে ঐতিহ্যে ফিরিয়ে নেয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশীলতা বজায় রাখা এবং কবিতায় আরব মানসের প্রতিনিধিত্ব বহাল থাকা। এধারার অন্যতম কবিরা হলেন, আবু তামাম, আল-বুহতুরি, ইব্‌ন আর-রুমি ও অন্যান্য আব্বাসীয় কবিগণ।[৩৪] হিজাবা যুগে স্তুতিকাব্য রাজনৈতিক কবিতার রূপ পরিগ্রহ করে। কখনো শাসকের মর্যাদা প্রকাশ করে

আবার কখনো শাসকের অবদান তুলে ধরে স্তুতি গাওয়া হতো। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে কবিগণ শাসকদের সামনে প্রশংসামূলক কবিতা বলতেন এবং বিদেশী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাদের গুণকীর্তন করে কবিতা বলতেন।[৩৫]

রাসূলস্তুতির বৈশিষ্ট্য

আন্দালুসিয়ান স্তুতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কবিগণ আমীর উমারাদের তুষ্ট করতে বেশিরভাগ স্তুতি গেয়েছেন। তবে রাসূল (সা)-এর স্তুতিও তাঁদের কবিতার বিরাট একটি অংশ দখল করে আছে। রাসূলস্তুতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ এটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। এ প্রকারের কাব্যে সুফিজমের চাপ সুস্পষ্ট। ইসলামী দাওয়াও সন্নিবেশিত থাকে। মুসলমানদের বিজয় কাহিনী, বীরত্বগাঁথা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ঘটনাপ্রবাহ এ জাতীয় কাব্যে স্থান পেয়ে থাকে। একজন কবি রাসূল (সা), ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসা, সততা ও নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ স্তুতি গেয়ে থাকেন। প্রাচীন কবিতার আদলে দুলাইন বিশিষ্ট চরণে স্তুতি এগুতে থাকে। কবিতার প্রথমে ভূমিকার অবতারণা করা হয়, যাতে কখনো গজল বা প্রণয়, কখনো বাহনের গুণাগুণ উল্লেখের পর মূল প্রশংসায় প্রবেশ করা হয়। দোয়া, দরূদ, ইস্তিগফার ও তওবার মতো বিষয়গুলো স্তুতিতে স্থান পায়। রাসূলস্তুতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমন দীর্ঘ বাহার বা কবিতার মাত্রা ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ খাফীফ, বাসীত, কামিল, ওয়াফির বাহরে এ জাতীয় কাব্য অধিকহারে রচিত হয়। বূসীরী (র) বাহরে বাসীতে ওজনে তাঁর সুদীর্ঘ বুরদাহ কবিতা রচনা করেন।[৩৬]

স্পেনিশ আরবী কাব্যে রাসূলস্তুতির বিষয়াবলি

গৌরব এবং রাসূলের প্রতি ভালবাসা: স্পেনের আরবকবিগণ রাসূল (সা)-এর গুণাবলী, অবদান ও তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বিষয়াবলি স্তুতিকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। কবি ইব্‌ন আল-জিনান আল-মুরসি (১২১৩-১২৮৬) রাসূলের প্রশংসায় দাল দ্বারা সমাপ্ত 'দালিয়াহ' কবিতা রচনা করেন। এ কবিতায় কবি রাসূলস্তুতি করতে গিয়ে বলেন:[৩৭]

سلام على من جاء بالحق والهدى -ومن لم يزل بالمعجزات مؤيدا

سلام عليه إن نفسي مشوقة-إليه فهل يدني اشتياقي أبعدا

'শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর, যিনি সত্য ও নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন এবং যিনি অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সমর্থিত। তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমার মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। আমার আকাঙ্ক্ষা কাছাকাছি আসার আগেই তিনি কি দূরে চলে যাবেন?'

মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা : কবিরা তাদের প্রশংসায় নবীর অলৌকিকতাকে বিষয়বস্তু করেছেন। তারা তাঁর অলৌকিক ঘটনাবলি আন্তরিকভাবে বর্ণনাকারে কবিতায় প্রকাশ করেন। ইসলামী মহাকাব্যের স্রষ্টার প্রতি অতুলনীয় ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাসে যা এক বিরল ঘটনা। রাসূল (সা)-এর স্তুতি করে যারা কবিতা রচনা করেন তাদের মাঝে অন্যতম একজন কবি ইব্‌ন সাইদ আল-মাগরিবী (১২১৩-১২৮৬)। যেখানে তিনি তাঁর প্রিয় নবীর উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অলৌকিকতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন: [৩৮]

فمحاك بالغار الذي هو من أدل-المعجزات وخاب من يترصد

ووقاك من سم الذراع بلطفه-كما يعاظ بك العدا والحسد

'বড় অলৌকিক ঘটনা ছিলো তিনি আপনাকে হেরা গুহায় অদৃশ্য করে রেখেছিলেন এবং যারা পাহারা দিতে এসেছে তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। তাঁর মহিমায় আপনি বাহুর বিষ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। অনুরূপ আপনার সাথে শত্রুতা ও হিংসাবশতঃ দূর্ব্যবহার করা হবে।

কবর জিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা : আন্দালুসিয়ান কবি রাসূলের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর প্রশংসাপূর্বক সম্মান ও মর্যাদার তীর্থস্থান রাসূলের কবর জিয়ারত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। এমন একজন কবি হলেন আবু জায়েদ আল-ফাজ্জাজি। তিনি তাঁর কবিতায় রাসূলের প্রতি তীব্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তার রওজা জিয়ারত করতে না পারার ব্যর্থতা তুলে ধরে দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ করেন। কবি বলেন:[৩৯]

يا سيد الرسل المكين مكانه -ومقدم وهو الأخير زمانه

ناداك عبد أخرته ذنوبه -والشوق تلفح قلبه نيرانه

'হে রাসূলদের নেতা! আপনি উপযুক্ত সম্মানের অধিকারী, আপনি অগ্রসেনানী তবে শেষ যামানার নবী। একজন বান্দাহ আপনাকে ডেকেছে, যে পাপের কারণে পেছনে পড়ে আছে। তবে আপনার প্রেমে তাঁর হৃদয় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।'

নবীর স্মৃতিময় স্থানের প্রতি ভালোবাসা : কবিরা প্রায়শই ইসলামের পবিত্রস্থান সম্পর্কে কথা বলার সময় প্রিয় রাসূলকে সংযুক্ত করেন। এই বিবেচনায় যে, মক্কা বা মদিনা সম্পর্কে কথা বলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কথা বলার নামান্তর। এটি এমন একটি রঙ যা সবচেয়ে বেশি। আন্দালুসের কবিদের হৃদয়ে রাসূল, মক্কা, মদীনা একই সূতায় গাঁথা মালা। ইব্ন আরাবী বলেন: কাবার জন্য তাঁর মন জ্বলে উঠে। আর যখন কাবা তাওয়াফ করেন তখন কাবার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। কবিতা:[৪০]

إني إلى الكعبة الغراء مشتاق -فيها لعاشقها في السر أغلاق

إذا تذكرت أسراري ومشهدها-فيها تحركني للبين أشواق

অর্থাৎ 'আমি উজ্জ্বল কাবার জন্য আকুল, যা আশেকদের জন্য গোপনেবন্ধ রয়েছে। যদি মনের গোপন বিষয় এবং কাবার দৃশ্য আমার স্মরণে পড়ে, আমার হৃদয়ে প্রেমের ঝড় বয়ে যায়।'

রাসূলের শাফায়াত কামনা : কবিরা এই পৃথিবীতে সাহায্য এবং পরকালে সুপারিশ পাওয়ার অভিপ্রায়ে নবী বা তাঁর মাতৃভূমির প্রশংসা করে কবিতা লিখেন। আন্দালুসিয়ান কবি মহান রাসূলের সুপারিশ পেতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। ইব্ন আল-আবার ১১৯৯-১২৬০) বলেন:[৪১]

يا زائرين القبر قبر محمد -بشرى لكم بالسبق في الزوار

أدوا السلام سلمتم وبرده -أرجو الإجارة من ورود النار

'হে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কবর যিয়ারতকারী অগ্রগামী দল! তোমাদের জন্য সুখবর। আমি জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই। তাকে সালাম জানাও তাহলে শান্তি পাবে এবং জাহান্নামের আগুন ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

নবীর জন্মদিন: নবীর জন্ম রাতকে মহিমান্বিত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে একটি হল মওলিদকাসিদা। এ কাসিদার মাধ্যমে নবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আল-গাস্সানি আল-বুরজি (মৃ. ১৩২) নবীর জন্মদিনে রচিত কবিতায় বলেছেন:[৪২]

والحوض يروي الصدى من عذب مورده-لا يشتكي غلة الضمان شاربه

محامد المصطفى لا ينتهي أبدا-تعدادها هل يعد القطر حاسب

'এবং সুমিষ্ট হাউজে কাওসার থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে আসে। পানকারীর পক্ষ থেকে অতৃষ্ণার অভিযোগ আসেনা। মুহাম্মদ আল-মুস্তফা (সা)-এর প্রশংসা কখনো শেষ হবে না। তাঁর অগণিত প্রশংসা বৃষ্টির ফোটার মতই গণনা করা যায়না।'

স্পেনে প্রসিদ্ধ স্তুতিকবিগণ

আন্দালুসিয়ায় মহানবী (সা)-এর প্রশংসাকারী কবিগণের মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত কবিগণ হলেন লিসানুদ্দীন ইবনুল খতিব, ইব্‌ন জাবের আল-আন্দালুসি ও ইব্‌ন আল-জিনান আল-আন্দালুসি ।

লিসানুদ্দীন ইবনুল খতিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করে তিনি বলেন:[৪৩]

وبوأهم ظلا من الأمن ممتدا-أجار بك الله العباد من الردي

وتوجك العلياء وألبسك الحمدا-حمي دينك الدنيا وأقطعك الرضا

'আপনার অসিলায় আল্লাহ মানুষকে মন্দ থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের জন্য নিরাপত্তার ছায়া সম্প্রসারিত করুন। তিনি দুনিয়াদারি থেকে আপনার ধর্মকে রক্ষা করুন, আপনাকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দিন এবং আপনার পছন্দকে চূড়ান্ত বলে স্বীকৃতি দিন।'

ইব্‌ন জাবের আল-আন্দালুসি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসায় বলেন:[৪৪]

وأوقن أن الضيق عني يفرج-بمدح رسول الله أهنا وأبهج

لهيب جحيم حره يتوهج-به أرتجي دار النعيم واتقي

'রাসূল (সা)-এর প্রশংসা করে সবচেয়ে তৃপ্ত হই ও আনন্দ পাই। আমি নিশ্চিত যে, আমার কষ্ট উপশম হয়ে যায়। তাঁর অসিলায় জান্নাত আশা করি এবং তাঁর অসিলায় উত্তপ্ত নরকের শিখা থেকে পরিত্রাণ চাই।'

ইব্‌নুলজিনান আল-আন্দালুসি রচিত দীওয়ানের নাম "আন-নাবাবিয়্যাত"। এ দীওয়ানের অধিকাংশ জুড়ে রাসূল (সা)-এর স্তুতি বিরাজমান। নবীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার আঙ্গিকগুলো নানা শৈলী ও পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেন। তাঁর হৃদয়ে রাসূল (সা)-এর অফুরন্ত ভালোবাসা স্থান দখল করে আছে। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নবীর সুপারিশের প্রত্যাশা করেন। তিনি আরো প্রত্যাশা করেন, আল্লাহ তায়ালা নবীর অসিলায় তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কবি বলেন:[৪৫]

بذكرِ شفيعٍ فـي الذنوبِ مشفّعُ-أيذهبُ يومٌ لم أكــفّرْ ذنوبَه

على ذي مقامٍ في الحسابِ مُرفّعُ-ولم أقضِ في حقِّ الصلاةِ فريضةً

'এমনো কি দিন চলে যাবে, যেদিন আমি একজন পাপীর পাপের জন্য সুপারিশকারীর অসিলায় গুনাহ ক্ষমা করবো না? আমি এমন ফয়সালা দেইনি যে, খাতায় উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তির উপর নামাজ ফরজ।'

আন্দালুসিয়ান মহানবী (সা)-এর প্রশংসাকারী কবিগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ–

ইব্‌ন আল-আবার আল-কাদাই (জন্ম ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ)।ইব্‌ন আল-আহমার (জন্ম ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ)। ইউসুফ বিন আল-আহমার।ইউসুফ (তৃতীয়) (মৃত্যু ১৪১৭ খ্রি.)। আবু আল-বাকা আল-রান্ডি (৬৫১-৬৮৪ হিজরি)। ইব্‌ন আল-বুরাক (১১৩৪-১২০০ খ্রি.)। আবু আল-কাসিম আল-বুহি আল-গাসানি (মৃত্যু ১৩৮৯ খ্রি.)। ইব্‌ন জাবির আল-আন্দালুসি (১২৯৮-১৩৭৮ খ্রি.)। ইব্‌ন জুবায়ের (১১৪৫-১২৭১ খ্রি.)আবু আল-কাসিম ইব্‌ন জাজি (১২৬৪-১৩৪৪ খ্রি.)। আহমেদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জাজি (৭২১-৭৫৭ হি.)। আবু জাফর আহমেদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জাজি (১৩১৫-১৩৮৩ খ্রি.)। আবু জাফর আল-রাইনি (১৩০৮-১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ)। ইব্‌ন আল-জিনান (তা.বি)আবু আল-হাসান আলী ইব্‌ন আল-জিয়াব (১২৭৬-১৩৫২ খ্রি.)। আবু আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-জিয়ানি (মৃত্যু ১১৬৪ খ্রি.)। হাজেম আল-কারতাজানি (১২১১-১২৮৫ খ্রি.)। ইব্‌ন আল-হানাত আল-কাফিফ (মৃত্যু ১০৪৬ খ্রি.)। আবু হাইয়ান আল-গারনাতি (১২৫৬-১৩৪৪)। ইব্‌ন আবি আল-খাসাল (১০৭২-১১৪৬ খ্রি.)। ইব্‌ন দারাজ আল-

কস্তালি (৯৫৮ - ১০৩১ খ্রি.)। ইব্ন রশিদ আল-ফিহরি (১২৬০-১৩২৪ খ্রি.)। ইব্ন জামরাক (১৩৩৩-১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ)। মুনথার বিন সাইদ আল-বালুতি (৮৬৯-৯৫৯ খ্রি.)। ইব্ন সুহাইল আল-ইশবিলি (১২১০ - ১২৫১ খ্রি.)।সাফওয়ান ইব্ন ইদ্রিস (১১৬৪ - ১২০২ খ্রি.)। ইব্ন আল-সাফার আল-খাজরাজি (১০৯৯ - ১১৭২ খ্রি.)। মুহাম্মদ বিন ঈসা আল-ফকিহ (তা.বি.)। ইব্ন আবদুন (১০৬০-১১৩৪ খ্রি.)।ইব্ন আরাবি (৫৬০ - ৫৯৮ হি.)। ইবনুল আরিফ (১০৮৮-১১৪১ খ্রি.)। ইবনু ইসা আল-মুরসি (তা.বি)। আবু জায়েদ আল-ফাজ্জাজি (১১৫৫ - ১২২৯ খ্রি.)।ইবনুল ফাখার আল রায়িনি (১১৯৬-১২৬৮খ্রি.)।৩৪. আবু সাইদ লুব (১৩০১-১৩৮১ খ্রিস্টাব্দ)।মুহাম্মদ ইব্ন লুব আল-উম্মি (মৃত্যু ৭৪৯ হি.)। লিসান উদ্দিন ইবনুল খাতিব (১৩১৩-১৩৭৪ খ্রি.)।মালিক ইব্ন আল-মারহিল আস-সাবতি (১২০৭-১৩০০ খ্রি.)। আল -মুতানাব্বি আল-জাজিরি (মৃত্যু ১১২৬ খ্রি.)। আবদুল মালিক ইব্ন হাবিব ইব্ন মারদাস আস-সুলামি (মৃত্যু ৮৪১ খ্রি.)।ইব্ন মাকানা মানা (তা.বি)।ইউসুফ ইব্ন মূসা আল-মুনতাসাকিরি (তা.বি)। নাহেদ আল-ওয়াদি য়াশি (মৃত ৬১৫ হি.)। ইব্ন হানি (৩২৬ - ৩৬২ হি.)। মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হানি আল-লাখমি আস-সাবতি (মৃত্যু ৭৩৩ হি.)। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া আল-আজাফি (তা.বি)।মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া আল-গাসানি (১২৩৮ - ১২৮৮ খ্রি.)। আবু মুহাম্মদ আতিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া আল-মুহারবি (১৩১২ - ১৩৫৯ খ্রি.)।[৪৬]

উপসংহার

হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রিয়তম রাসূল। তিনি সকল নবী ও রাসূলদের সরদার। কাল হাশরে তিনিই একমাত্র শাফায়াতের কাণ্ডারী। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আখেরী রাসূল ও নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আগমন করবেন না এ ধরনীতে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্ববিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুরী যে কাউকে আকৃষ্ট করে। পৃথিবীতে মানবদরদী এমন মানুষের দেখা কোনো দিন মিলবেনা। তাই যারা এ মহামানবের প্রতি ইমান এনেছেন তাঁরা এ নবীকে নিজের সত্তার চেয়েও অধিক ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা ইমানের দাবীও বটে। ইমানদার নবীর আশেক কবিদের প্রেমসাগরে ঢেউ ওঠে, তারা নবীপ্রেমে পাগলপারা হয়ে পড়েন। আর তখনি আলোর দিশারি এ রাসূলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। কবিতার পরতে পরতে বর্ণনা করতে থাকেন রাসূল (সা)-এর গুণগানের। স্পেনে মুসলিম শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। তাই কবিদের সংখ্যাও অগণিত। এসকল কবিদের মাঝে রাসূলপ্রেমিক কবির সংখ্যাও কম ছিলোনা। যার ফলে এ যুগে স্তুতিকাব্যের বিশাল সম্ভার গড়ে ওঠে। এসকল কবিতা উচ্চমানের কাব্যিক মানদণ্ডে উন্নীত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ইব্নু রাশিক, *আল-উমদাহ* (কায়রোঃ আল-খানজি লাইব্রেরি, তা.বি., ১ম সংস্করণ), পৃ. ১৫।

২ ড. শাওকি দ্বায়ফ, *আসরুদ দুওয়াল ওয়া আল-ইমারাত ফী আল-আন্দালুস* (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৯২), পৃ. ১৩৭।

৩ হিকমাহ আলী আল-উবী, *ফুসূল ফী আল-আদাব আল-আন্দালূসী* (বাগদাদঃ সালমান আল-গ্রেট প্রেস, ১৯৭১), পৃ. ৭২।

৪ ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরব, ২/ ৪৫২।

৫ যাকি মুবারক, *তারিখুল আদাব আরাবী* (মিসরঃ আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৭৭), পৃ. ১৫৯।

৬ কা'ব বিন যুহাইর, *দীওয়ান-বানাত সুআদ* (মিসরঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭), পৃ. ৬৭।

৭ গাজী শাবীব, *ফান্নুল মাদীহিন নাবাবী ফিল আসরিল মামলূকী* (বৈরূতঃ আল-মাকতাতুল আসরিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃ. ৩৪।

৮ সামী আদ দিহান, *আল-মাদীহ* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৯০।

৯ আবদ 'আউন আল-রওদান, *মাউসূআতু শুআরা-ই সাদরিল ইসলাম ওয়াল আসরিল উমাবী* (আম্মান: মাকতাবাতু দারি উসামাহ, তা.বি.), পৃ. ২৭৩।

১০ কা'ব ইবনি যুহায়র, *দীওয়ান* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৮), পৃ. ১৩৬।

১১ ফুওয়ার মুহাম্মাদ, *বিনয়াতুল কাসীদাতিল আরাবিয়্যাহ* (আলজেরিয়া: জামিআ মানতূরী ২০০৬), পৃ. ৫১-৫২।

১২ শাওকী দ্বায়ফ, *আল-আদাব আল-আরাবী-আল-আসরুল জাহিলী* (মিসর: দারুল মাআরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৫), পৃ. ২১।

১৩ তরফা, *দীওয়ান* (লেবানন: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০২), পৃ. ৭৮।

১৪ *ফান্নুল মাদীহ*, পৃ. ১১০-১১১।

১৫ *প্রাগুক্ত।*

১৬ কা'ব ইবনি যুহাইর, *দীওয়ান* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৮), পৃ. ৫৮।

১৭ আয়মান মুহাম্মদ জাকি আল-আশমাভি, *কাসিদাতুল মাদীহ ইনদাল মুতানব্বী* (কায়রো: দারুন নাহ্দা আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৩), পৃ. ২৩।

১৮ আবদুল মুত্তালিব এর বংশ পরিচয়: আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদুল মানাফ ইবনে কুসায় ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ। তিনি আল্লাহর রাসূলের দাদা। ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন প্রায় ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মামার বংশ বনু আল-নাজ্জারে থাকতেন। মহানুভবতা ও উদারতার কারণে তাকে আল-ফাইয়াদ ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল। মক্কায় তিনি ছিলেন অন্যতম সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি আল্লাহর রাসূলের আট বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। প্রায় ৫৭৮ বছর বয়সে এবং মক্কায় তাকে সমাহিত করা হয়।

১৯ আব্বাস আল-জারারি, *আল-আদাব আল-মাগারিবী মন খিলালি জাওয়াহিরিহী ও কাযায়াহু* (সিরিয়া: মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮০), পৃ. ১৪২।

২০ আবু তালিব এর বংশ পরিচয়: আবু তালিব আবদ মানাফ বিন আবদ আল-মুত্তালিব আল-হাশিমি আল-কুরাইশি আল-কিনানি। তিনি আল্লাহর রাসূলের চাচা ও লালন-পালনকারী। পিতামহ আব্দুল-মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব পালন করেন। চতুর্থ খলিফার পিতা যিনি আল-রাশিদুন আলী বিন আবি তালিব, জন্ম ৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

২১ ইব্‌ন হাতিম আল-আমিলী, *আদ্দুররুন নাজীম* (ইরান: মুআসসাসাহ আন নাসরুল ইসলামী, তা.বি.), পৃ. ৮৪।

২২ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/265513

২৩ হাসসান বিন সাবিত, তাহকীক: আবদা মুহান্না, *দীওয়ান* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ২১।

২৪ কা'ব বিন যুহাইর, *দিওয়ান* তাহকীক: দারবীশ আল-জুওয়াইদী(বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৮), পৃ. ৬৭।

২৫ ইমেল নাসিফ, *আরওয়াউ মা কীলা ফিল মাদীহ* (বৈরূত: দার আল-জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২), পৃ. ৬১।

২৬ আহমাদ মুহাম্মাদ আল-হুফী, *আদাবুস সিয়াসাহ ফিল আসরিল উমাবী* (বৈরূত: দারুল কালাম, ২০২০), পৃ. ২৮৭।

২৭ প্রফেসর আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ৫১১।

২৮ শরফুদ্দীন বুসীরী, *কাসীদাতুল বুরদা* (দারুত তুরাস আল বুদিলীমী), পৃ. ৬।

২৯ ডক্টর আহমদ হাইকাল, *আল-আদাব আল-আন্দালূসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকূতিল খিলাফাহ* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ৯ম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬৪।

৩০ আহমাদ শাওকী, *শাওকিয়্যাত*, *পিডিএফ:* موقع archive.org, পৃ. ৩৪।

৩১ *আল-আদাব আল-আন্দালূসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকূতিল খিলাফাহ*, পৃ. ৬৪।

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১।

৩৩ ডক্টর নাফি মাহমুদ, *ইত্তিজাহাতস শি'রিল আন্দালূসী ইলা নিহায়াতিল কারনিস সালিস আল-হিজরী* (বাগদাদ: দারুস শুউন আস সাকাফিয়্যাহ আল-আম্মাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০), পৃ. ৩৫।

৩৪ ড. ইহসান আব্বাস, *তারীখুল আদাব আল-আন্দালূসী-আসরু সিয়াদাতি কুরতুবাহ* (বৈরুত: দার আল-সাকাফাহ, ১৯৬৯), পৃ. ৯৩।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

[৩৬] https://arab2-daz.arabepro.com/t112-topic, 04-02-2024

[৩৭] মুনজিদ মুস্তফা বাহজাত, *দীওয়ানু ইব্নুল জিনান আল-আনসারী* (লেবানন: মুআসসাসাতু আল-হাদীসাহ লিলকিতাব, ১ম সংস্করণ, ২০১৪), পৃ. ৮-৯।

[৩৮] আল-মুকরী, *নাফহুত তীব মিন গাসনিল আন্দালুস আর রাতীব* খণ্ড২, (কায়রো: দারু সাদির, ২০১১), পৃ. ৪৩৪।

[৩৯] আব্দুল হামীদ আব্দুল্লাহ আল-হারামাহ, *আছারু আবি যাইদ আল-ফাযাযী* (দামেস্ক: দার বায়রূত, ১৯৯১), পৃ. ৩৭।

[৪০] লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতীব, *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতাহ*, খ. ২ (কায়রো, দারু সাদির, ১৯৫৬), পৃ. ৩৭।

[৪১] আল-মুকরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫।

[৪২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫।

[৪৩] ড. মুহাম্মদ মিফতাহ, *দীওয়ানু লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতীব* (মরক্কো: দারুস সাকাফা, ১৯৮৯), পৃ. ৪৮।

[৪৪] ইবনে জাবির আল-আন্দালূসী, *নুজুমল আকদাইন ফী মাদহি সাইয়িদিল কাওনাইন*, তাহকীক: ড. আহমদ ফাওজী আল-হায়ব (দামেস্ক: দার সা'আদুদ্দীন, ১ম সংস্করণ, ২০০৫), পৃ. ১৬২।

[৪৫] *দীওয়ানু ইবনি জিনান আল-আনসারী*, পৃ. ২৬।

[৪৬] ফাতিমা উমরানী, *আল-মাদাইহ আন-নাবাবিয়্যাহ ফিল আন্দালুস*(ইরান: আল-মাজমাউল ইলমি লি আহলিল বাইত, ১ম সংস্করণ, ১৮২৮ হি.), পৃ. ২৩৩-২৯৯।